হাসানুল হক ইনু, এমপি
সাবেক তথ্যমন্ত্রী

শেষ হলো দু'দিনব্যাপী চতুর্থ বিডিসিগ

ইন্টারনেট একটি মৌলিক মাবাধিকার এবং তা সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত হওয়া উচিত

ইন্টারনেট দুনিয়ার ৯৩ অংশীজনের অংশ নেয়ার মধ্য দিয়ে গত ১২ সেপ্টেম্বর শেষ হলো চতুর্থ বাংলাদেশ স্কুল অব ইন্টারনেট গভর্ন্যান্স (বিডিসিগ) ২০২০। বাংলাদেশ ইন্টারনেট গভর্ন্যান্স ফোরামের (বিআইজিএফ) আয়োজনে দু'দিনব্যাপী ৮ ঘণ্টার জুম প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয় এই বিডিসিগ। চতুর্থ বিডিসিগ শুরু হয় ১১ সেপ্টেম্বর। প্রথম দিন ছিল ৪টি সেশন এবং দ্বিতীয় দিন ৬টি সেশন। ৯৩ অংশীজনের উপস্থিতির মধ্যে পুরুষ ছিল ৮২.৮ শতাংশ এবং মহিলা ছিল ১৭.২ শতাংশ। তার মধ্যে গভর্নমেন্ট সেক্টর থেকে ১৬ জন, টেকনিক্যাল কমিউনিটি থেকে ২৭ জন, অ্যাকাডেমিয়া থেকে ৩৩ জন, প্রাইভেট সেক্টর থেকে ৪৩ জন, মিডিয়া থেকে ১৫ জন এবং সিভিল সোসাইটি থেকে ১৪ জন অংশ নেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ইন্টারনেট গভর্ন্যান্স ফোরামের চেয়ারপারসন হাসানুল হক ইনু এমপি। এতে স্বাগত বক্তব্য ও সেশন পরিচালনা করেন বিআইজিএফ মহাসচিব মোহাম্মদ আব্দুল হক অনু। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএনএনআরসি'র সিইও এএইচএম বজলুর রহমান, ডিজিটাল সিকিউরিটি এজেন্সির মহাপরিচালক রেজাউল করিম এনডিসি, আইএসপিএবি সভাপতি আমিনুল হাকিম এবং বিটিআরসি'র মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো: মোস্তাফা কামাল।

প্রধান অতিথি বিআইজিএফ চেয়ারপারসন হাসানুল হক ইনু বলেন, ইন্টারনেট একটি মৌলিক মানবাধিকার এবং তা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। এছাড়া গ্রাম ও শহরের বৈষম্য দূরীকরণ এবং স্থানীয়করণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

বিএনএনআরসি'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এএইচএম বজলুর রহমান বলেন, বিআইজিএফ এবং বিডিসিগ সরকার ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নীতি-পরিবর্তনসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সংলাপ ও আলোচনা সভা করে ডিজিটাল বাংলাদেশের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য সরকারের সাথে কাজ করছে।

ডিজিটাল সিকিউরিটি এজেন্সির মহাপরিচালক রেজাউল করিম এনডিসি বলেন, আমরা কভিড-১৯ মহামারী মোকাবেলা করছি। আমাদের তথ্য সাইবার হুমকির হাত থেকে সবকিছু রক্ষা করতে হবে। আমাদের কাজের সুরক্ষা সম্পর্কে খুব সতর্ক থাকতে হবে। দুর্বার প্ল্যাটফর্ম গুজব ও ভুল তথ্য হ্রাস করতে সহায়তা করবে।

আইএসপিবিএ সভাপতি আমিনুল হাকিম বলেন, প্রযুক্তির এই যুগে উদ্যোগটি সময়োচিত এবং প্রশংসনীয়। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সাথে অভিযোজনের জন্য আমাদের দক্ষতার উন্নয়ন করতে হবে।

বিটিআরসি মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোস্তাফা কামাল বলেন, ইন্টারনেট সার্ভিস সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ও মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের সহায়তা দেয়ার কথা উল্লেখ করেন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সব ইউনিয়ন ইন্টারনেট নেটওয়ার্কের আওতায় নিয়ে আসা হবে, যাতে ইউনিয়নগুলোর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা যায়।

প্রথম দিন ইন্টারনেট গভর্ন্যান্স অধিবেশনে বক্তব্য দেন আইকান ভারতের প্রধান সমিরন গুপ্ত। তথ্যপ্রযুক্তি স্থানীয়করণ অধিবেশনে আলোচনা করেন কমপিউটার কাউন্সিলের পরামর্শক মোহাম্মদ মামুন অর রশীদ এবং সাইবার নিরাপত্তা অধিবেশনে আলোকপাত করেন বিজিডি সার্টের নীতি ও ঝুঁকি বিশ্লেষক সাব্বির হোসাইন।

এছাড়া শেষ দিনে আইওটি, ব্লকচেইন, মহামারীতে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং ইন্টারনেট ফেলোশিপ ও অনুদানবিষয়ক আলোচনা হয়। আলোচক হিসেবে ছিলেন ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটির সহযোগী অধ্যাপক কাজী হাসান রবিন, দ্য কমপিউটার্স লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আতিক ই রাব্বানী ডিজি, জাদু ব্রডব্যান্ডের হেড অব সিস্টেম অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজি সাইফ রহমান, অমৃতা চৌধুরী এবং শ্রীদ্বিপ রায়ামাঝি।

বাংলাদেশ ইন্টারনেট গভর্ন্যান্স ফোরাম (বিআইজিএফ) জাতিসংঘের ইন্টারনেট গভর্ন্যান্স ফোরামের সাথে একযোগে বিডিসিগ আয়োজন করে। বিডিসিগ এশিয়া প্যাসিফিক স্কুল অব ইন্টারনেট গভর্ন্যান্সের (এপিএসআইজি) একটি উদ্যোগ। বিডিসিগ ইন্টারনেট কর্পোরেশন ফর অ্যাসাইনড নেম ও নাম্বার (আইসিএনএএন), এশিয়া প্যাসিফিক অ্যালায়েন্স ফর স্কুল অ্যান্ড অ্যাকাডেমি অব ইন্টারনেট গভর্ন্যান্স (এপিএএসএ), ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (আইএসপিএবি) সহযোগিতায় বাংলাদেশে বিডিসিগ বাস্তবায়নে কাজ করছে বাংলাদেশ এনজিও নেটওয়ার্ক ফর রেডিও অ্যান্ড কমিউনিকেশন (বিএনএনআরসি) এবং মাসিক কমপিউটার জগৎ। দু'দিনব্যাপী বিডিসিগে অংশ নেয়া সবাইকে সার্টিফিকেট দেয়া হয় কজ

কমপিউটার জগৎ রিপোর্ট